দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৯

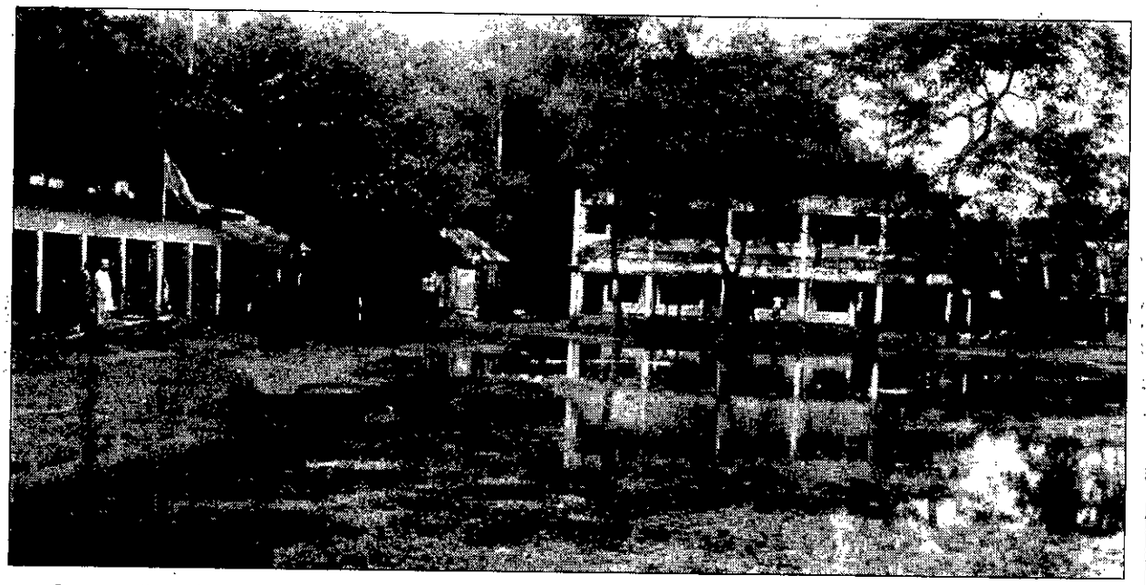

ফুলবাড়ীয়া (ময়মনসিংহ): উপজেলার সোয়াইতপুর বিদ্যালয় মাঠে বৃষ্টি হলেই জমে পানি —ইত্তেফাক

বৃষ্টি হলেই বিদ্যালয় মাঠে পানি

ছয় মাস ধরে দুর্ভোগে শিক্ষার্থীরা

উপজেলার সোয়াইতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সোয়াইতপুর উচ্চ বিদ্যালয় একই মাঠে অবস্থিত। একসময় বৃষ্টি হলেই পানি চলে যেতো, এখন চতুর্দিকে ঘর-দরজা উত্তোলন করায় পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে

■ ফুলবাড়ীয়া (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ফুলবাড়ীয়া উপজেলার সোয়াইতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সোয়াইতপুর উচ্চ বিদ্যালয় একই মাঠে অবস্থিত। একসময় বৃষ্টি হলেই পানি চলে যেতো, এখন চতুর্দিকে ঘর-দরজা উত্তোলন করায় পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

একবার বৃষ্টি হলে মাঠে পানি জমে। নিষ্কাশনে দেরি হওয়ায় কাদা-পানিতে একাকার হয় মাঠ। ছয় মাস দুর্ভোগে পড়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। উপজেলার এনায়েতপুর ইউনিয়নের সোয়াইতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ৩৫৮ জন ও সোয়াইতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সাতশ'জন। এক হাজারের অধিক শিক্ষার্থী রয়েছে দুই প্রতিষ্ঠানে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে দুই প্রতিষ্ঠানের একক মাঠে বৃষ্টি হলেই জমছে পানি। বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যান কবির হোসেনকে জানানো হয়েছে। তিনি ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেই মাঠ থেকে পানি নিষ্কাশনের কোনো কাজ হয়নি। বিদ্যালয় দুটির সামনে দিয়ে সোয়াইতপুর ফুলবাড়ীয়া সড়ক দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল করলেই বাউন্ডারি দেয়াল নেই। সোয়াইতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহীনুর রহমান মাসুদ জানান, বিদ্যালয় মাঠে পানি জমে থাকার বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে। বাউন্ডারি নির্মাণের জন্য একবছর আগে এলজিইডির লোকজন মাপজোখ করলেও তারও কোনো খবর নেই।

ফুলবাড়ীয়া উপজেলা এলজিইডি অফিস সূত্র জানায়, বাউন্ডারি নির্মাণের জন্য মাপজোখ করে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পেলে কাজ শুরু হবে।

প্রাপ্তি নং
প্রশাসনিক
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগত্যে
স্বাক্ষর